কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 12 JUL 2016
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২

নারী শিক্ষা মন্দির

নাম বদলে ইতিহাসই মুছে ফেলা হয়েছে

আপেল মাহমুদ ▷

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ 'নারী শিক্ষা মন্দির'-এর নাম বদলে দিয়েছিলেন কুখ্যাত এক রাজাকার, ৪৫ বছর আগে। 'মন্দির' শব্দটি তাঁর মনঃপূত ছিল না। শুধু তা-ই নয়, প্রতিষ্ঠানটির ১২ বিঘা জমি, ছাত্রী হোস্টেল ও প্রধান শিক্ষকের বাসভবন শত্রু সম্পত্তি হিসেবে রেকর্ড করান তিনি—উদ্দেশ্য আত্মসাৎ করা। কবি সুফিয়া কামালের হস্তক্ষেপে তাঁর সে চেষ্টা সফল হয়নি। তবে নাম বদলে এর পূর্ব ইতিহাস মুছে ফেলায় তিনি সফল।

স্থানীয় সূত্র জানায়, শান্তি কমিটির শীর্ষ নেতা তালিকাভুক্ত রাজাকার সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া স্বাধীনতার আগেই লীলা রায় প্রতিষ্ঠিত নারী শিক্ষা মন্দিরের নাম বদল এবং এর বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর উদ্যোগে এর নাম হয় শেরে বাংলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। বর্তমানে এর নাম শেরে বাংলা বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ। শেরে বাংলা ছিলেন তাঁর আপন মামা। তাঁর এ তৎপরতায় শেরে বাংলার পরিবার বিব্রত হয়েছিল। তারা চায়নি লীলা রায়ের প্রতিষ্ঠা করা বিদ্যালয়টির নাম পরিবর্তন হোক।

টিকাটুলীর হাটখোলা রোডের বর্ষীয়ান বাসিন্দা মতলুব আলী ভূঁইয়া বলেন, 'স্বাধীনতার আগে ঢাকায় হিন্দু নাম বদলের হিড়িক পড়ে। পাকিস্তানি প্রশাসনের সহযোগিতায় সেটা চলতে থাকে। সেই সুযোগে কুখ্যাত রাজাকার নান্না মিয়া লীলা রায়ের মতো ব্রিটিশবিরোধী নেত্রীর হাতে গড়া বিদ্যালয়ের নাম বদল করে শেরে বাংলার নামে রাখেন। শেরে বাংলা জীবিত থাকলে এমন অপকর্ম সমর্থন করতেন না।'

নান্না মিয়া ছিলেন নারী শিক্ষা মন্দিরের পরিচালনা পর্ষদের সহসভাপতি। সভাপতি ছিলেন ঢাকার অ্যাডিশনাল কমিশনার। কার্যত বিদ্যালয়ের সব কিছু দেখাশোনা করতেন সহসভাপতি। নাম বদলের জন্য শিক্ষা বিভাগের কাছে আবেদন করেন তিনি। ১৯৬৯ সালের ১১ নভেম্বর এর নাম বদলে শেরে বাংলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় করার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়। ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি নতুন নাম কার্যকর হয়।

প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের বর্তমান সভাপতি শেখ রাসুরুল হক বলেন, 'আমি মনে করি, নারী শিক্ষা মন্দির নামটি পরিবর্তন করা ঠিক হয়নি। নামটি তো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য চমৎকার। আমার মা-খালা, ফুফু ও বড় বোনরা পড়াশোনা করেছেন এখানে। তাঁদের মুখে শুনেছি, স্কুলটি নিজস্ব কিছু নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হতো। মেয়েরা রান্না শিখত। তাদের তৈরি নাশতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হতো।' তিনি বলেন, 'এখন আমি সভাপতি হলেও নাম পরিবর্তন করতে পারি না। এর তো কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। শেরে বাংলা একজন জাতীয় নেতা। তাঁর নাম বাদ দিয়ে পূর্ব নামে ফিরে যেতে হলে ঊর্ধ্বতন মহলের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। তেমন উদ্যোগ নেওয়া হলে তার সঙ্গে আমি থাকব।'

বিপ্লবী লীলা রায়ের 'দীপালী ছাত্রী সংঘ'র নামও বদলে গেছে

তাঁর গড়ে তোলা আরো অনেক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নেই

নাম বদলের সময় নারী শিক্ষা মন্দিরের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন সাহিত্যিক হোসনে আরা শাহেদ। তিনি ১৯৬৬ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ৪০ বছর দায়িত্ব পালন করেন। অবসরে যাওয়ার কিছুদিন আগে তিনি এ প্রতিবেদককে বলেছিলেন, 'স্বাধীনতার আগে যারা স্কুল পরিচালনা কমিটিতে ছিলেন তাঁরা এতটা ক্ষমতাধর ছিলেন যে নাম পরিবর্তনের সময় আমার পক্ষে কোনো ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। পরেও এলাকাবাসী ও স্কুল পরিচালনা পর্ষদের সাম্প্রদায়িক মানসিকতার কারণে কিছু করা সম্ভব হয়নি।'

কবি সুফিয়া কামালের আদর্শ ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী লীলা রায়। ঢাকায় লীলা রায় দেশপ্রেমের যে ঝাণ্ডা তুলেছিলেন, পরে তা হাতে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করা নিয়ে তিনি যে কষ্ট পেয়েছিলেন, তা আমৃত্যু ভুলতে পারেননি।

পাকিস্তানি শাসকদের নানা হয়রানি ও ষড়যন্ত্রের কারণে ১৯৪৯ সালে লীলা রায় ঢাকা ছেড়ে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হন। ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত তাঁর নারী শিক্ষা মন্দিরও নোংরা রাজনীতি থেকে রক্ষা পায়নি। নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রসৈনিক কবি সুফিয়া কামাল এটিকে রক্ষার চেষ্টা করেন। তখন তিনি স্কুলের পাশে টিকাটুলীতে থাকতেন। স্কুল পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ছিলেন। ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত লীলা রায়ের স্মৃতি রক্ষার চেষ্টা চালিয়ে যান তিনি। পরে তিনি ধানমণ্ডিতে চলে যান। স্কুলটিকে ঘিরে আবার নোংরা রাজনীতি শুরু করে প্রতিক্রিয়াশীল একটি চক্র। তারা স্কুলের নামের সঙ্গে মন্দির শব্দ থাকার বিষয়ে আপত্তি তোলে। নাম বদলের চেষ্টায় তারা সফলও হয়।

টিকাটুলীর আদি বাসিন্দা উষা রানী চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা লীলা রায়ের দেওয়া নামটি টিকিয়ে রাখার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। কবি সুফিয়া কামাল যদি টিকাটুলী ছেড়ে ধানমণ্ডি না যেতেন তাহলে স্কুলের নাম পরিবর্তন করার মতো জঘন্য অপরাধটি করা সম্ভব হতো না। তিনি রক্ত দিয়ে হলেও সেটা রোধ করতেন। পরে যখন তিনি বিষয়টি জানতে পারেন তখন তিনি অনেক দুঃখ পেয়েছিলেন। বিষয়টি তিনি কোনো দিন ভুলতে পারেননি। এরপর তিনি আর স্কুলে আসেননি। এমনকি তিনি টিকাটুলী এলাকা এড়িয়ে চলতেন।'

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে গিয়ে লীলা রায়ের কোনো স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া যায়নি। গেটে বড় করে লেখা রয়েছে শেরে বাংলা বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ। নিচে ছোট করে লেখা—পূর্বতন নারী শিক্ষা মন্দির। লীলা রায়ের নাম নেই।

লীলা রায় ১৯২৩ সালে টিকাটুলীর অভয় দাশ লেনে 'দীপালী ছাত্রী সংঘ' নামে আরেকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এর নাম রাখা হয় কামরুন্নেসা গার্লস হাই স্কুল। সেখানেও তাঁর কোনো স্মৃতিচিহ্ন নেই।

ব্রিটিশ আমলে লীলা রায় ঢাকার টিকাটুলীর অভয় দাস লেনে 'নিউ হাই স্কুল', বকশীবাজারে 'শিক্ষা ভবন', কায়েতটুলীতে 'শিক্ষায়তন', ওয়ারীতে 'শিক্ষালয়', বাঙ্গালাবাজার গার্লস স্কুল', কলকাতায় 'দীপালী শিক্ষা মন্দির', মৌলভীবাজারের রাজনগরের পাঁচগাঁও গ্রামে 'কুঞ্জলতা প্রাইমারি স্কুল', মানিকগঞ্জে 'বায়রা হাই স্কুল'সহ কমপক্ষে ২২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এমন উদ্যোগ নজিরবিহীন। আর কেউ এত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন কি না তেমন তথ্য নেই। ত্রিশের দশকে তিনি ওয়ারীর ৫ নম্বর হেয়ার স্ট্রিটে দেশের প্রথম কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল গড়ে তোলেন।

নারী শিক্ষা মন্দিরকে কবিগুরুর শান্তিনিকেতনের আদলে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন লীলা রায়। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি আত্মরক্ষা ও সত্যাগ্রহ শিক্ষা, নাচ-গান, লাঠি খেলা, কাপড় বোনা, সুতা কাটা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন তিনি। দেশভাগের পর রাজনৈতিক সংকীর্ণতার কারণে তিনি তাঁর স্বপ্ন পূরণ করতে পারেননি। পরে কবি সুফিয়া কামাল তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে স্বপ্নটা স্বপ্নই রয়ে গেল।

ইতিহাসবিদরা মনে করেন, কোনো ঐতিহাসিক নাম পরিবর্তন করার অর্থ হলো ইতিহাসকে অস্বীকার করা। এর ফলে অনেক ঐতিহাসিক উপাদান ও তথ্য হারিয়ে যায়। প্রবীণ ইতিহাসবিদ ও বাংলাপিডিয়ার প্রধান সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'ইতিহাসকে ধরে রাখার জন্য পুরনো নাম ধরে রাখতে হবে। কারণ সে নামের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে ইতিহাসের অনেক মণিমুক্তা।'

শেরে বাংলা বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ মো. মনোয়ার হোসেন বলেন, 'এ বিদ্যাপীঠের নাম পরিবর্তন হয়েছে অনেক আগে। আমি ২০০৭ সাল থেকে দায়িত্ব পালন করছি। প্রতিষ্ঠানের কার্যবিবরণী থেকে জানা যায়, সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া সহসভাপতি থাকার সময় এর নাম পরিবর্তন করা হয়।'

স্থানীয় অনেকে মনে করেন, এ দেশে শেরে বাংলার নামে অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাই নারী শিক্ষা মন্দির নামটি পুনর্বহাল করা হলে ভালো কাজ হবে। আর সেটা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগই যথেষ্ট।